দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

পিইসি প্রশ্নপত্রে ভুল

'অস্তিত্বহীন' কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনে সংশোধন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সমালোচনার মুখে অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য 'অস্তিত্বহীন এক কর্মকর্তা'র সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করা হয়েছে। আগের প্রজ্ঞাপনের তারিখ ও স্মারকে সংশোধিত আদেশ জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এদিকে পরীক্ষার ইংরেজী ভার্সনের প্রশ্নে ভুলের ঘটনায় যে কর্মকর্তাকে দায়ী করে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তার সন্ধান মিলেছে অন্য জেলায়। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দায়ী মোঃ আব্দুল মান্নান মিয়া গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের সাবেক ইন্সট্রাক্টর। বর্তমানে তিনি প্রেষণে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্বে আছেন। গত বৃহস্পতিবার গাইবান্ধার সাদুল্ল্যাপুরের সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নানকে বরখাস্ত করে আদেশ জারি করেছিল গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই আদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামানের স্বাক্ষর ছিল। পরে দেখা যায়, গাইবান্ধার সাদুল্ল্যাপুরে ওই নামে কোন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাই নেই। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়। সমালোচনা শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও।

এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত সংশোধিত আদেশে বলা হয়, গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের সাবেক সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং বর্তমানে প্রেষণে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জের উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর মোঃ আব্দুল মান্নান মিয়াকে 'সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫' অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ২৩ নবেম্বর থেকে বরখাস্ত করা হলো। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক সমাপনীর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি বিষয়ের ইংরেজী ভার্সনের প্রশ্নটি বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের দায়িত্বে ছিলেন বলে নেপ থেকে মন্ত্রণালয়কে জানানো হলে তাকে বরখাস্ত করা হয়।